রমা জোয়ারদার
গ্রেটার নয়ডা

# শুক্লা মাসীর রবিঠাকুর

এটা শুক্লা মাসীর গল্প ! শুক্লা মাসী রবি ঠাকুরের খুব ভক্ত ছিল । খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত । আমি এই গল্পটা সোজাসুজি শুক্লা মাসীর ডায়েরী থেকেই তুলে দিলাম।

* * * * * * *

রবিঠাকুর , তোমার সাথে আমার অনেক কথা ছিল । একেবারে মনের প্রাণের কথা , যে কথা আর কারোকে বলা যায়না । কিন্তু ভগবানের কি বিচার দ্যাখ, আমি আসার আগেই তুমি চলে গেলে ! অনেকদিন পর্যন্ত আশায় আশায় বসেছিলাম , ভেবেছিলাম , আবার তুমি ফিরে আসবে নতুন কোনো রূপে । তখন তোমার সামনে বসে আমি আমার মনের সব কথা তোমাকে বলব । কিন্তু তুমি তো আর এলেনা ! এখন তাই তোমার আলখাল্লা পরা, দাড়িওয়ালা দেওয়ালজোড়া ছবির সামনে বসে আমি কথা বলছি।বাড়িতে আর কেউ নেই । থাকলে আমাকে পাগল ভাবত । কিন্তু সে সব কথা এখন থাক । যা বলতে চেয়েছিলাম সেটাই বলি ।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো রবিঠাকুর , তোমার সাথে আমার দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি। অথচ তুমি আমাকে এমন করে জানলে কি করে ? তোমার গানে , কবিতায় হুবহু আমার মনের কথাগুলো উঠে এসেছে । শুনি আর ভাবি , এমন করে আমার কথা কেউ তো কখনও বলেনি !

একলা ঘরে আপনমনে মনের কথা , প্রাণের ব্যাথা উজাড় করে যে গান আমি গাই , তার ভাষাটা তোমার , সুরটাও তোমার , কিন্তু গানটা একান্তভাবে আমারই । আমার আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়ায় , মনে হয় যেন তাদের দেখেই তুমি তোমার গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলো বানিয়েছ । তোমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুদিনী - সে তো আমার পিসতুতো বোন অনুরাধার গল্প ! তোমার স্ত্রীর পত্র-র মৃণাল আর বিন্দু - এরা তো আমার পাশের বাড়ির রুমা বৌদি আর তাদের কাজের মেয়ে প্রতিমা । একই চরিত্র , গল্পও প্রায় একই । শুধু তুমি অনেক দিন আগে লিখেছ কিনা তাই ঘটনাগুলো যুগের পরিস্থিতিতে একটু একটু আলাদা হয়ে গেছে ।

গল্পের শেষগুলো অনেক জায়গায় মেলেনি । এই যেমন যোগাযোগের কুমুদিনী শেষমেশ ওর স্বামীর কাছে ফিরে গিয়েছিল । কিন্তু অনুরাধা যায়নি । এতদিনে হয়তো ওদের ডিভোর্সও হয়ে গেছে । তোমার স্ত্রীর পত্র-র মৃণাল বিন্দুকে প্রাণে বাঁচাতে পারেনি । কিন্তু রুমাবৌদি প্রতিমাকে ওর পাগল স্বামীর হাত থেকে প্রাণে বাঁচাতে পেরেছে । একটা এন-জি-ওর সাথে যোগাযোগ করে মেয়েটাকে সেলাই টেলাই শেখানোর বন্দোবস্তও করে দিয়েছে ! প্রতিমাকে নিয়ে এত মাথা ঘামানো , রুমা বৌদির স্বামী অমিয়দার আদৌ পছন্দ হয়নি । দুজনের মধ্যে প্রচুর রাগা রাগি , ঝগড়া ঝাটি হয়েছে । কিন্তু রুমাবৌদি তাই বলে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যায় নি !

তোমার নষ্টনীড়ের চারুলতাকে দেখেছি দত্ত বাড়ির ব্যালকনিতে অথবা দোতলায় জানলার পাশে । দূর আকাশের দিকে উধাও হয়ে যাওয়া তার দৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় জলভরা কালো মেঘের কথা । একদিন তাকে দেখেছিলাম এক পার্টিতে রঙিন পানীয়র গেলাস হাতে ! স্যুট টাই পরা এক সুপুরুষ ভদ্রলোককে আলতো হেসে জিজ্ঞাসা করছিল
- কবে ফিরলে ?

আজকাল অমলরা চলে যায় ইউ এস এ , ইউ কে , অস্ট্রেলিয়া বা আর কোথাও ।

জানো রবিঠাকুর আমি হতে চেয়েছিলাম তোমার শেষের কবিতার লাবণ্য । কিন্তু আমার মত নিতান্ত সাদামাটা একটা মেয়ে শুক্লা , সে কি কখনো লাবণ্য হতে পারে ! শিলং পাহাড়ের পটভূমিকায় অমিত রে , লাবণ্য , কর্তামা এদের সবাইকে নিয়ে যে ছবিটা তুমি এঁকেছিলে , সেটা শুধু শেষের কবিতার ফ্রেমেই থাকতে পারে । সেটা সেখানেই

শোভা পায় ! আমি বুঝিনি সেকথা । তাই স্মার্ট , হ্যান্ডসাম সুপ্রতীককে বিয়ে না করে বিয়ে করেছিলাম আমার প্রেমে গদগদ অতনুকে । বোকা,ভীষণ বোকা ছিলাম ! এই সামান্য বোধটুকুও ছিলনা যে জীবন গল্পকে অনুসরণ করেনা , গল্পই জীবনকে অনুসরণ করে । আসলে সবার জীবনই একটা উপন্যাস , কিন্তু উপন্যাস তো আর জীবন নয় ! উপন্যাস শেষ হয়ে যাবার পরও জীবন চলতে থাকে ।

এত সব কথা আগে তো কিছুই বুঝিনি । অতনু খুব ভালো মানুষ । আমি নুন ছাড়া তরকারি রেঁধে দিলেও কিছু বলেনা । তার নিজের ছোট কনস্ট্রাকশন ফার্মে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে মরে । সে গান বোঝেনা , কবিতা বোঝেনা , আড্ডাও বোঝেনা । আমি বিয়ের তারিখে বিরহের গান গাইলে , বা ঘোর বর্ষার দিনে প্রখর গ্রীষ্মের গান গাইলেও অতনু বলে - বাহ্ , অপূর্ব লাগল !

দোল পূর্ণিমার আগের দিন আমরা দল বেঁধে পিকনিকে গিয়েছিলাম । সেখানে অনেকদিন বাদে দেখা হল সুপ্রতীকের সাথে । কয়েক মাস আগে সে পায়েলকে বিয়ে করেছে । সন্ধেবেলা আকাশে গোল চাঁদ উঠেছিল । ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল । সবাই গোল করে বসেছিলাম । পায়েল আর সুপ্রতীক একসাথে গান ধরল । গানটা আমারও জানা । কিন্তু আমি গাইতে পারলাম না । খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার । বাড়িতে এসে সেদিন অকারণেই একচোট ঝগড়া করলাম অতনুর সাথে । তারপর সেই ছুতো করে পা ছড়িয়ে বসে খানিকক্ষণ কাঁদলাম !

অতনু ততক্ষণে গাড়ি থেকে জিনিস পত্র সব নামিয়ে এনে সেগুলো ঠিকঠাক করে জায়গামতো রেখে দিয়েছে । তারপর দু কাপ চা বানিয়ে আমার কাছে এসে বসল । বলল - 'জানো তো , আমি খেটে খাওয়া মজদুর গোছের একটা মানুষ ! তোমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপারটা সবসময় ঠিক বুঝতে পারিনা । কিন্তু আমি যে তোমাকে খুব ভালোবাসি , সেটা তো তুমি জানো । তুমি মন খারাপ করে থাকলে আমার খুব কষ্ট হয় । এসো আমার কাছে এসো , মনটা ভালো করে দিই ।' বলতে বলতেই অতনু দুহাতে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল । সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম - কি বলে যে তোমার মত একটা লোককে আমি বিয়ে করেছিলাম , ভেবে পাইনা ! ঘেমো শরীরে, প্রেমে গদগদ হয়ে জড়িয়ে ধরলে ! বোঝোইনা যে, ওতে আমার বিতৃষ্ণা বেড়ে যায় !'

এই প্রথম দেখলাম , আমার কথাটা শোনামাত্র অতনুর মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেল । কোনো কথা না বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । সেদিন ও আর আমার সামনে এলোনা । সারারাত শোবার ঘরেও এলোনা । আমার একবার মনে হল , কথাটা বোধহয় একটু বেশি রূঢ় হয়ে গেছে । কিন্তু আমার মন মেজাজ তখন এমন খারাপ হয়ে ছিল যে আমি নিজের বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারছিলামনা । সেদিন রাতে কারোরই খাওয়া হলনা । পিকনিকে গিয়ে সারাদিন ঘোরাঘুরির ক্লান্তিতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ! মনের মেঘ পরদিন সকালেও কাটলনা । অতনু চুপচাপ ব্রেকফাস্ট করে কাজে বেরিয়ে গেল । অন্য দিনের চেয়ে দেরী করে অফিস থেকে ফিরল । নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া একটা কথাও বললনা আমার সাথে । অন্য দিন রাতের খাবার সময় কত কথা হয় , টিভি প্রোগ্রাম নিয়ে অকারণ কত আলোচনা হয় , কিন্তু সেদিনের পর থেকে সবকিছু বন্ধ । শুধু বাসন কোসনের আওয়াজ আর টিভির মৃদু শব্দ ! রাতে শোবার ঘরে আসেনা অতনু , বসার ঘরে ডিভানে ঘুমোয় ।

আমারও এবার রাগ হতে লাগল । মনে মনে ভাবলাম - দেখাক , তেজ দেখাক । কতদিন তেজ দেখাবে ? একবার ভাবলাম - চলে যাই কোথাও । বুঝবে তখন !

কিন্তু যাব কোথায় ? বাবা নেই , ভাই নেই । আছে শুধু মা আর এক দিদি । আমার বিয়ের পর মা প্রায় সময়ই গুরুদেবের আশ্রমে গিয়ে থাকেন । আর দিদির শ্বশুরবাড়িতে অনেক লোক । সেখানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না । তা ছাড়াও আরো ব্যাপার আছে । যতই রাগ হোক আর ঝগড়া হোক , সংসার ছেড়ে হুট করে চলে যাওয়া যায় না । অতনু কাজে কর্মে ব্যাস্ত থাকে । ওর খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি দেখাশোনার জন্য ঘরে একজন কারো তো থাকা দরকার । আমি ছাড়া আর কে থাকবে ? নিজেই নিজেকে বললাম - রাগ হয়েছে বলে তো আর কর্তব্য ভুলে যেতে পারি না।

সাত আটদিন কেটে গেল । একদিন রাতে খাবার পর বললাম - 'ড্রইংরুমে ডিভানে শুয়ে তোমার তো রাতের ঘুমটাও ঠিকমত হচ্ছে না । চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কি হাল হয়েছে ?' প্রানহীন একটু হাসি দিয়ে অতনু বলল - 'আমার ঘুমের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না । তুমি অযথা চিন্তা কোরোনা ।'

আমি রাগ অভিমান চাপার চেষ্টা করে বললাম - 'কেন , শোবার ঘরে কি জল ঢুকেছে নাকি বিছানায় জায়গা কম পড়েছে ?' আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল । লুকিয়ে মুছে নিয়ে আবার যোগ করলাম - 'আমার জন্য যদি তোমার ওখানে শুতে অসুবিধা হয় তো আমি এখানে শোব । তুমি বিছানাতেই ঘুমিও !'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে অতনু গম্ভীর ভাবে বলে উঠল - 'প্রশ্নই ওঠেনা । আমার কাজের খুব চাপ এখন । অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে , তারপর সকালেও তাড়াতাড়ি বেরোতে হচ্ছে । কাজেই এখন এঘরেই আমার সুবিধা ।' আমি আর কথা না বাড়িয়ে সরে গেলাম । বলতে পারতাম , কাজের চাপ তো আগেও মাঝে মাঝে এসেছে , তখন তো ড্রইংরুমে শোবার দরকার পড়ে নি । কিন্তু বললাম না । কারণ , বলে লাভ নেই । সবই তো বুঝতে পারছি !

সত্যিই অফিসের কাজ নিয়ে ভীষন ব্যাস্ত হয়ে পড়ল অতনু ! সকাল বেলা তাড়াহুড়ো করে একটু খেয়ে বেড়িয়ে যায় । ফিরতে রাত নটা বেজে যায় । মাঝে মাঝে ওকে অফিসের কাজে বাইরেও যেতে হয় । আগেও বাইরে যেত দু-চারদিনের জন্য । কিন্তু সেটা ছিল কালে ভদ্রে এবং যখন নিতান্ত না গেলে নয় , তখনই যেত । কিন্তু আজকাল সেই যাওয়া গুলো অনেক ঘন ঘন হয়ে গেছে । এখনো সে স্ত্রীকে না বলে কোথাও যায় না ! কোথায় যাবে , কবে যাবে - সবই বলে, কিন্তু সেই বলাটা যেন নিতান্তই নিয়মরক্ষা । দু-দিনের জন্য হলেও ছেড়ে যাবার যে কষ্টটা আগে প্রকাশ পেত , এখন আর সেটা থাকে না !

যে আদর-যত্ন , মনযোগ পেতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম , যে সব ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আগে তেমন করে ভাবিইনি , সে সব হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ায় আমার চারপাশটা কেমন যেন খালি হয়ে গেল । সব কিছু কেমন যেন অর্থহীন ,ফাঁকা ফাঁকা লাগতে শুরু করল । গীতবিতানে ধুলো পড়তে লাগল, গান গাইতে ইচ্ছেই হয়না । আলমারিতে বইগুলো সারি সারি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে , কেউ তাদের নাড়াচাড়া করেনা । অলস মধ্যাহ্নে পুরনো প্রেমের কথা মনে পড়েনা , কবে কে কোথায় কি গান গেয়েছিল , সেসব কথাও আর ভাবনায় আসেনা । এর মধ্যেই শুনলাম , একজন মহিলা আর্কিটেক্ট অতনুর বিসনেস পার্টনার হিসেবে ওদের ফার্মে যোগ দিয়েছে । দুজনের নাকি দারুণ আন্ডারস্ট্যান্ডিং । অল্প কিছুদিন হল ওরা রায়পুরে একটা বড়সড় কাজ পেয়েছে ।

সেই দোল পূর্ণিমার পর অনেক গুলো দিন পার হয়ে গেছে । বসন্ত গেল , গ্রীষ্ম গেল , বর্ষাও শেষ হতে চলল । সেদিন দুপুর থেকে আকাশ জুড়ে কালো মেঘের আনাগোনা । বহুদিন বাদে আমার গলায় সুর এল । কখন যেন অজান্তেই আমি গান শুরু করেছি - 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে'। গানের সাথে সাথে আমার বুকের কান্না চোখের জলে মিশে অঝোর ধারায় বয়ে চলল !

আর দুদিন পরে আমাদের দ্বিতীয় বিবাহ বার্ষিকী । আমি ভাবতেই পারছিলাম না অতনু কি করে এই দিনটা ভুলে যেতে পারে ! আমার প্রতি ওর এত ভালোবাসা সেসব কি তাহলে মিথ্যা ? না হলে, যত রাগই হয়ে থাকুক , কি করে ও এই দিনটায় আমাকে ছেড়ে রায়পুরে গিয়ে বসে থাকতে পারে ! নাকি এর মধ্যে আরও অন্য কিছু আছে ? মনের কোনে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা ভাবনা উঁকি দিল । ক্রমশঃ ভাবনাটা স্পষ্ট হয়ে , মনটাকে চেপে ধরল । সেই আর্কিটেক্ট পার্টনার যার সাথে ওর ভীষণ ভালো আন্ডার স্ট্যান্ডিং - তার সঙ্গে....! চিন্তাটাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিতে চেষ্টা করি । মনের মধ্যে একটা ভয় , রাগ , অভিমান , ঈর্ষা আরো না জানি কিসব অনুভূতি দাপাদাপি করতে থাকে !

চোখের জল মুছে আমি মন স্থির করে ফেলি , কালকেই আমি রায়পুর যাব । অতনুকে আগের থেকে কিছু জানাব না । হঠাৎ করে ওর হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হব । যা হয় হবে ; ওই মহিলা যদি সঙ্গে থাকেন তো সেটাও একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়বে !

সেদিন রাতে ফোন করে আমার পিসতুতো ভাই বাপ্পাকে আমার প্লেনের টিকিট কাটতে বললাম । বাপ্পা প্লেনের টিকিট কেটে আমাকে রায়পুরের প্লেনে তুলে দিল । ও আমাদের বিবাহ বার্ষিকী নিয়ে অনেক রকম ঠাট্টা রসিকতা করে শুভেচ্ছা ভালোবাসা ইত্যাদি জানাল । আমি বাপ্পাকে আমাদের অশান্তির কিচ্ছুটি বুঝতে না দিয়ে হাসিমুখে প্লেনে উঠে গেলাম । তার পরে শুরু হল দুশ্চিন্তা । আমি একা একা , সম্পূর্ণ অচেনা একটা জায়গায় কিভাবে কি অবস্থায় গিয়ে পড়ব ভেবে এবার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল । মনে জোর এনে নিজেই নিজেকে সাহস দিতে চেষ্টা করলাম । হার মানলে তো আমার চলবেনা । কে জানে কত লড়াই আমার সামনে পড়ে আছে!

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল । সঙ্গে জিনিস বলতে শুধু একটা ব্যাগ । এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সোজা রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়ালাম । রিসেপশনের ছেলেটি হাসিমুখে এগিয়ে এল । আমি আদৌ স্বস্তি বোধ করছিলাম না । তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করে স্পষ্ট ভাবে বললাম -'অতনু স্যান্যাল , এই হোটেলে উঠেছেন । রুম নম্বরটা কত ? আমি ওনার সাথে দেখা করতে চাই ।' রিসেপশনিস্ট আমাকে প্রশ্ন করল - 'আপনার নামটা ?' আমি নাম বললাম - 'শুক্লা সান্যাল' । ছেলেটা আর কিছু না বলে সোজা অতনুর ঘরে ফোন করল । ফোন বেজে গেল । কেউ ওঠালোনা । ছেলেটি আমার দিকে ফিরে বলল - 'উনি এখন ঘরে নেই । আপনি লবিতে বসে অপেক্ষা করতে পারেন !'

সারাদিনের শারীরিক এবং মানসিক ধকলে আমার অবস্থা তখন বেশ কাহিল । লবিতে সাজিয়ে রাখা একটা সোফায় বসে রইলাম । ভাবছিলাম , রাত হয়ে গেছে । আমার থাকার তো কোনো ব্যাবস্থা করিনি । অতনুর ঘরে কি থাকতে দেবে ? ওর সঙ্গে আর কেউ যদি থাকে ? কি দেখব জানিনা ! কি করব তাও জানিনা । আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল । হোটেলের বেয়ারা আমার সামনে একগ্লাস জল দিয়ে গেল । জলটা খেয়ে চুপচাপ বসেছিলাম । আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল । একসময় সামনেই আমার খুব পরিচিত সেই গলার স্বরটা শুনতে পেলাম - 'একি , তুমি! কি ব্যাপার? কখন এসেছ ?'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম । চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল । দুটো শক্ত হাতে অতনু আমায় ধরে ফেলল । কয়েক সেকেন্ড , তার মধ্যেই আমি নিজেকে সামলে নিলাম। অতনু বলল - 'চল ,আমার ঘরে চল । শরীরের যা হাল করেছ সেটা দেখতেই পাচ্ছি । মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়াও হয়নি !'

আমি কোনো প্রতিবাদ না করে অতনুর সাথে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম । ঘরে গিয়ে আমি এদিকে ওদিকে দেখছিলাম । অতনু জিজ্ঞাসা করল - 'কি দেখছ?' আমি উল্টে প্রশ্ন করলাম - 'তুমি একলাই আছ ?' অবাক হয়ে অতনু বলল -'মানে ? আর কে থাকবে আমার সাথে ?'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম - 'না ,মানে জানতে চাইছিলাম , রায়পুরে তুমি একলাই এসেছ নাকি তোমার সেই বিসনেস পার্টনারও এসেছে ?'

অতনু এবার স্থির দৃষ্টিতে ভালো করে আমাকে দেখল । তারপর আমার কথার জবাবে বলল - 'বিসনেস পার্টনার, মানে ভারতীদির কথা বলছ ? তুমি বোধহয় জাননা , ভারতীদি কলেজে আমার চেয়ে তিন বছরের সিনিয়র ছিল । এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানাই - আমি এখানে একলাই এসেছি , আর কেউ নেই !'

রবিঠাকুর , তুমি আমার মনের সব কথাই তো বুঝতে পার । আমার মনে তখন কি হচ্ছিল সেটা তুমি ভালোই জানো । অতনু বলল - 'আমি বরং কিছু খাবারের অর্ডার দিই !' টেলিফোনের দিকে যাচ্ছিল ,আমি ওকে এগোতে দিলাম না । দুহাতে চেপে ধরলাম ওর ডান হাতটা । অবাক হয়ে অতনু তাকাল আমার দিকে । আমি জড়িয়ে ধরলাম ওকে । ওর বুকে মুখ রেখে কেঁদে ফেললাম । বিব্রত হয়ে অতনু বলল - 'একি , কাঁদছ কেন ? ইস্ ! দেখতো , আমি এখনো স্নান করিনি । সারাদিনের কাজের পর ঘেমো শরীর ...!'

আমি ওকে থামিয়ে দিলাম - 'প্লিজ অতনু , আর বোলোনা ! পুরোন কথা আমাকে আর মনে করিয়ে দিওনা । আমি একটা গর্দভ । বোকাস্য বোকা একটা মেয়ে । মাপ করে দাও আমায় । তোমার ওই ঘামে ভেজা শরীরের মধ্যে আমাকে মিশে যেতে দাও !'

অতনু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল ! এরপরের কথা আর না বললেও চলে ।

আমার গল্প এখানেই শেষ ।

রবিঠাকুর, আমি জানি ,অনেকটা এইরকমই একটা গল্প অনেককাল আগেই তুমি লিখে ফেলেছ । কিন্তু সত্যি বলছি, আমি সেটা পড়িনি , আর তোমার সেই গল্পকেও মোটেই অনুসরণ করিনি ! এটা আমার নিজের , একান্ত ভাবে আমারই নিজের গল্প ।